জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka
UNIC Dhaka
Discover natural fibres 2009
জুলাই ২০০৯ July 2009
২১তম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা Volume-XXI, No. VII

নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র বিস্তাররোধ

প্রতি বছর ২১ সেপ্টেম্বর পালিত হয় আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস, যা যুদ্ধবিরতি ও অহিংসার এক বিশ্বজোড়া আহ্বান। এ বছর জাতিসংঘ মহাসচিব পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ও বিস্তাররোধের ওপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য সরকার ও নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন।

২১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালনকে সামনে রেখে ১০০ দিন কাউন্ট-ডাউন উপলক্ষে মহাসচিব বান কি-মুন *ডব্লুএমডি-আমাদের নিরস্ত্রীকরণ করতেই হবে* স্লো-াগানের মধ্য দিয়ে ২০০৯ সালের ১৩ জুন একটি বহুমুখী প্রচারাভিযান শুরু করেন।

প্রচারণার ১০০ দিন চলাকালে জাতিসংঘ টুইটার এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক রচনার স্থান সংবলিত ফেসবুক ও মাইস্পেসের মাধ্যমে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ও বিস্তাররোধের জন্য একটি দিনকে নির্ধারণ করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে পারমাণবিক অস্ত্রের বিপদ ও ব্যয় সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবে। ১৯৯৮ সাল থেকে জাতিসংঘের পক্ষে নিরস্ত্রীকরণের প্রবক্তা জাতিসংঘ শান্তিদূত মাইকেল ডগলাস এবং টিভি ধারাবাহিক দ্য অফিসের মার্কিন অভিনেতা রেইন উলসনের সঙ্গে মহাসচিব প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন।

বিশ্বকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করার মহাসচিবের প্রচারাভিযানের সমর্থনে একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর এবং কেন *আমাদের নিরস্ত্রীকরণ করতেই হবে* তার পক্ষে নিজস্ব যৌক্তিকতা বিবৃত করে প্রত্যেকেই কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।

'সকল দেশ ও মানুষের মধ্যে শান্তির আদর্শ স্মরণ ও জোরদার করার' জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৮১ সালে বিশ্ব শান্তি দিবস প্রতিষ্ঠা করে। বিশ বছর পর সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রতি বছর ২১ সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব যুদ্ধবিরতি ও অহিংসা দিবস' হিসেবে পালিত হবে এবং দিনটি শিক্ষা ও জনসচেতনতার মাধ্যমে স্মরণ এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য সব সদস্য দেশ, সংস্থা ও ব্যক্তিকে আহ্বান জানিয়েছে।

• • •

পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্বে জাতিসংঘ এবং নিরাপত্তা

পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে মহাসচিবের পাঁচ দফা প্রস্তাব

প্রথমত, এনপিটির সব পক্ষ, বিশেষ করে পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী সব দেশের প্রতি আমি পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আলোচনা শুরু করার জন্য চুক্তির আওতায় তাদের বাধ্যবাধকতা পুরণের আহ্বান জানাচ্ছি।

তারা একটি পৃথক, পারস্পরিক শক্তিবর্ধক চুক্তির কাঠামোর ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অনুসরণ করতে পারেন। অথবা তারা জোরালো প্রতিপাদন ব্যবস্থা সংবলিত একটি পারমাণবিক অস্ত্র বিষয়ক কনভেনশনের বিষয়ে আলোচনা করার কথা বিবেচনা করতে পারেন, যার প্রস্তাব বহু আগেই জাতিসংঘে উত্থাপিত হয়েছে। কোস্টারিকা ও

মালয়েশিয়ার অনুরোধে এ ধরনের একটি কনভেনশনের খসড়া আমি সকল সদস্য দেশের মধ্যে বিতরণ করেছি, যাতে পরিবর্তনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে বিশ্বের একক বহুপক্ষীয় আলোচনার ফোরাম জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে পরাশক্তিগুলো এ বিষয়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে কথা বলতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও রুশ ফেডারেশনের মধ্যে তাদের নিজ নিজ অস্ত্রসম্ভার গভীর ও প্রতিপাদনযোগ্যভাবে হ্রাসের লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা পুনরায় শুরু করাকেও বিশ্ব স্বাগত জানাবে।

সরকারগুলোকে প্রতিপাদন গবেষণা ও উন্নয়নে আরো বেশি বিনিয়োগ করতে হবে। প্রতিপাদন বিষয়ে পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলোর একটি সম্মেলনের স্বাগতিক হতে চেয়ে যুক্তরাজ্যের প্রস্তাবটি সঠিক লক্ষ্যে একটি বাস্তব পদক্ষেপ।

দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগুলোকে, সম্ভবত তার সামরিক স্টাফ কমিটিতে নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে। তারা পরমাণু অস্ত্রহীন দেশগুলোকে দ্ব্যর্থহীনভাবে আশ্বস্ত করতে পারে যে, পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার বা ব্যবহার করার হুমকির লক্ষ্য তারা হবে না। পরিষদ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে একটি শীর্ষ সম্মেলনও আহ্বান করতে পারে। এনপিটির পক্ষভুক্ত নয় এমন দেশগুলোকে নিজ নিজ পরমাণু অস্ত্রের সামর্থ্যের ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত নিজ নিজ অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে হবে।

আমার তৃতীয় উদ্যোগ ‘আইনের শাসন’ সম্পর্কিত। পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা ও বিদারণ উপকরণ উৎপাদন একতরফাভাবে স্থগিত রাখার ফলে ঐ পর্যন্তই অর্জন হতে পারে মাত্র। সিটিবিটি বলবৎ করা এবং শর্তহীনভাবে অবিলম্বে বিদারণ উপকরণ চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের লক্ষ্যে আমাদের নতুন করে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মধ্য এশীয় ও আফ্রিকান পরমাণু অস্ত্রমুক্ত এলাকা চুক্তিগুলো বলবৎ করাকে আমি সমর্থন করি। আমি পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলোকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত এলাকা চুক্তিগুলো অনুমোদনে উৎসাহিত করি। মধ্যপ্রাচ্যে এ ধরনের একটি এলাকা স্থাপনের প্রচেষ্টাকে আমি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। আর এনপিটির সব পক্ষের প্রতি আমি আইএইএর সঙ্গে তাদের নিরাপদ রক্ষা চুক্তি সম্পাদন এবং অতিরিক্ত প্রটোকলের আওতায় স্বেচ্ছায় জোরালো নিরাপদ রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাই। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, জ্বালানি বা বিস্তাররোধের ক্ষেত্রে পারমাণবিক জ্বালানি চক্র একটি বিষয়ের চেয়ে বড়, এর ভাগ্য নিরস্ত্রীকরণের সম্ভাবনাও গড়ে তুলবে।

আমার চতুর্থ প্রস্তাব জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা সম্পর্কিত। পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলো এসব লক্ষ্য অনুসরণে কী কী করছে তা প্রায়ই প্রচার করে। কিন্তু এসব বিবরণী জনগণের কাছে কদাচিৎ পৌঁছায়। এসব দেশের প্রতি এসব সামগ্রী আমি জাতিসংঘ সচিবালয়ে পাঠানোর আহ্বান জানাচ্ছি এবং এর ব্যাপক প্রচারকে উৎসাহিত করছি। পরাশক্তিগুলো তাদের অস্ত্রভাণ্ডারের আয়তন, বিদারণ উপকরণের মজুদ ও নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অর্জন সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করে তার প্রসারও ঘটাতে পারে। পারমাণবিক অস্ত্রের মোট সংখ্যার নির্ভরযোগ্য হিসাবের অভাব অধিকতর স্বচ্ছতার প্রয়োজনের সাক্ষ্য বহন করে।

পঞ্চমত এবং সবশেষে, বেশ কয়েকটি পরিপুরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অন্যান্য ধরনের ডব্লুএমডির বিলোপ, ডব্লুএমডি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নতুন প্রচেষ্টা, প্রচলিত অস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবসা সীমিত করা এবং ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাশূন্য অস্ত্রসহ নতুন অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা। সাধারণ পরিষদ ‘নিরস্ত্রীকরণ, বিস্তাররোধ ও ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ত্রাসী ব্যবহার সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন’ অনুষ্ঠানের জন্য বি-ক্স কমিশন যে সুপারিশ করেছে তাও বিবেচনা করতে পারে।

কারো কারো সন্দেহ যে, ডব্লুএমডি সন্ত্রাসবাদের সমাধান কখনো হবে না। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণে বাস্তব ও প্রতিপাদিত অগ্রগতি হলে এই হুমকি দুর করার সামর্থ্য অনেক বেড়ে যাবে। এর ফলে কোনো কোনো ধরনের অস্ত্রশস্ত্র অধিকারে থাকার বিষয়েই যদি মৌলিক, বৈশ্বিক কোনো পরিহার্যতা থাকে, তাহলে প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রণ আরো কড়াকড়িভাবে আরোপে সরকারগুলোকে উৎসাহিত করা সহজ হবে। আমরা যেহেতু ক্রমান্বয়ে বিশ্বের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ও সেগুলোর উপাদান নির্মূল করছি, সেহেতু আমরা ডব্লুএমডি সন্ত্রাসী হামলার বাস্তবায়নকে কঠিন করে তুলবো। আর যেসব সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সন্ত্রাসী হুমকি বাড়িয়ে তোলে, আমাদের প্রচেষ্টায় সেগুলোরও নিরসন যদি সম্ভব হয়, তাহলে তা হবে আরো ভালো।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন : তৃতীয় পর্ব

জেনেভায় ২০০৯ সালের ৩ আগস্ট থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর

সম্মেলনের ভূমিকা

১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একক বহুপক্ষীয় নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার ফোরাম নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (সিডি) ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম বিশেষ নিরস্ত্রীকরণ অধিবেশনের ফলশ্রুতি।

নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত দশ জাতি কমিটি (১৯৬০), নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত আঠারো জাতি কমিটি (১৯৬২-৬৮) ও নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত কমিটি সম্মেলনের মতো জেনেভাভিত্তিক অন্যান্য আলোচনা ফোরামের পরম্পরাক্রমে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (সিডি) প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউএনওজির বর্তমান মহাপরিচালক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের মহাসচিব এবং তিনিই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিবের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। সিডির কার্যপরিধির মধ্যে বস্তুত সব বহুমুখী অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সিডি বর্তমানে প্রধানত যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান ও পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ, সকল প্রাসঙ্গিক বিষয়সহ পারমাণবিক যুদ্ধ রোধ, মহাশূন্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধ, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকির বিরুদ্ধে অপারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলোকে আশ্বস্ত করার কার্যকর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, নতুন ধরনের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ও তেজস্ক্রিয় অস্ত্রসহ এ ধরনের অস্ত্রের নতুন পদ্ধতি, নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপক কর্মসূচি ও অস্ত্রসজ্জা সম্পর্কে স্বচ্ছতা।

সিডি বার্ষিক অধিবেশনে মিলিত হয় যা যথাক্রমে ১০, ৭ ও ৭ সপ্তাহের তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম সপ্তাহ শুরু হবে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে। সিডির সদস্যরা পালাক্রমে সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। প্রত্যেক সভাপতির সভাপতিত্বের মেয়াদ চার সপ্তাহ। শুরুতে ৪০ সদস্য নিয়ে সিডি গঠিত হয়। পরবর্তীকালে সিডির সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে (ও কমিয়ে) ২০০৩ সালে ৬৫ করা হয়। সদস্যপদ থেকে যুগোশ-াভিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ দিলে সদস্য সংখ্যা ৬৬ থেকে ৬৫ হয়। কার্যপ্রণালি বিধির অনুচ্ছেদ IX অনুসারে স্লো-াভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া ও হারজেগোভিনা, সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো এবং সাবেক যুগোশ-াভ প্রজাতন্ত্র মেসিডোনিয়া সম্মেলনের কার্যক্রমে পর্যবেক্ষক হিসেবে এখনো অংশ নিতে পারছে। জাতিসংঘের অন্য যেসব সদস্য দেশ সিডির বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে, তাদের সম্মেলনের কার্যক্রমে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জাতিসংঘের সঙ্গে সিডির একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে; সাধারণ পরিষদের সুপারিশ ও এর সদস্যদের প্রস্তাব বিবেচনাপূর্বক সিডি তার কার্যপ্রণালি বিধি এবং এজেন্ডা গ্রহণ করে।

সিডি সাধারণ পরিষদে যথাযথ বিবেচিত হলে বার্ষিক বা আরো ঘনঘন রিপোর্ট পেশ করে। এর বাজেট জাতিসংঘ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক দফতরের জেনেভা শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সিডির সম্মেলনের সময় কাজকর্ম সম্পাদন করেন। সিডির সম্মেলন Palais des Nations-এ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সিডি ও তার পূর্বসূরিরা পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তাররোধ চুক্তি, পরিবেশ পরিবর্তনে সামরিক বা অন্য যে কোনো কৌশলের বৈরী ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ কনভেনশন, সমুদ্রগর্ভ বিষয়ক চুক্তিমালা, জীবাণু (জৈব) ও অধিবিষ অস্ত্র উন্নয়ন, উৎপাদন ও মজুদ নিষিদ্ধকরণ এবং তা ধ্বংসকরণ কনভেনশন, রাসায়নিক অস্ত্র উন্নয়ন, উৎপাদন, মজুদ ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ এবং তা ধ্বংসকরণ কনভেনশন এবং ব্যাপক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তির মতো প্রধান প্রধান বহুমুখী অস্ত্র সীমিতকরণ এবং নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছে।

নারী ও মেয়েদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ব্যয় সাশ্রয়ী ও দক্ষ অর্থনীতি

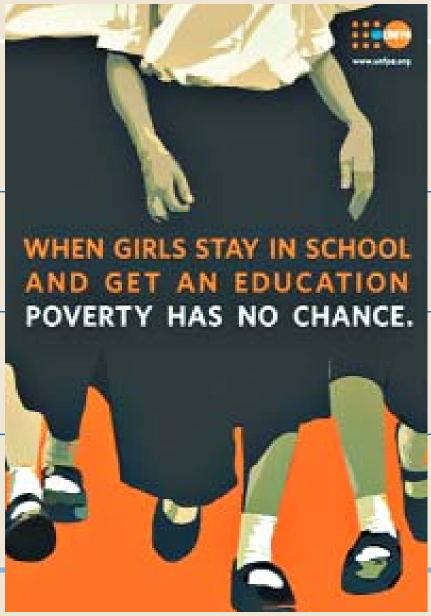

বিশ্ব আর্থিক সঙ্কটকালে নারী ও মেয়েদের জন্য বিনিয়োগ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্র রচনা এবং অসমতা ও দারিদ্র্য বিদুরণে সহায়তা করবে। ১১ জুলাই শনিবার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের নির্বাহী পরিচালক থোরায়া আহমেদ ওবায়েদ এ কথা বলেছেন। মিজ ওবায়েদ বলেন, 'সঙ্কটকালে এর চেয়ে বেশি দক্ষ বিনিয়োগ আর নেই।'

মিজ ওবায়েদ বলেন, এমনকি চলতি আর্থিক সঙ্কটের আগেও বিশ্বের দরিদ্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল নারী ও মেয়ে। তিনি বলেন, 'এখন তারা দারিদ্র্যের আরো গভীরে পড়ে যাচ্ছে এবং বিশেষ করে তারা যদি গর্ভবতী হয় তাহলে বর্ধিত স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে পড়ছে। সব নেতার প্রতি আমি নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকারকে একটা রাজনৈতিক এবং উন্নয়ন অগ্রাধিকারে পরিণত করার আহ্বান জানাই।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীর স্বাস্থ্য অতীব অর্থনৈতিক গুরুত্ববহ। কৃষি শ্রমিকের অর্ধেকের বেশি নারী। আফ্রিকায় তারা প্রধান খাদ্যশস্যের শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদন করে এবং দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ায় শতকরা ৯০ ভাগ ধান উৎপাদন করে নারী।

মিজ ওবায়েদ বলেন, প্রজনন স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বিশেষভাবে ব্যয় সাশ্রয়ী। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, 'গর্ভরোধমূলক পরিসেবায় বিনিয়োগ করা হলে তাতে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সমাজসেবায় জনব্যয় হ্রাসের ফলে চারগুণের বেশি এবং কখনো কখনো দীর্ঘমেয়াদে নাটকীয়ভাবে আরো বেশি ক্ষতি পুষিয়ে যেতে পারে।

পৃথক এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন 'নারীর উপার্জন, তাদের মেয়েদের স্কুলে রাখা এবং স্বেচ্ছা পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিসেবা লাভে তাদের সামর্থ্য রক্ষার জন্য' সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মি. বান বলেন, 'একই সঙ্গে আসুন, আমরা নারী ও মেয়েদের অধিকার এগিয়ে নিয়ে যাই এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও প্রবৃদ্ধিক অবদান রাখতে সক্ষম সমাজের উচ্চ উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে তাদের ক্ষমতায়ন করি। আজ বা অন্য কোনো দিন এর চেয়ে ভালো বিনিয়োগ আর হতে পারে না।'

১৯৯০ সাল থেকে সরকারগুলো ও তাদের জাতীয় সহযোগীরা সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশলে জনসংখ্যার গুরুত্ববহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে জনসংখ্যা দিবস পালন করছে। এ বছর দিবসটির ২০তম বার্ষিকীর সঙ্গে মিলেছে ইউএনএফপির ৪০তম বার্ষিকী ও ইউএনএফপির কাজের পথনির্দেশিকা ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনের ১৫তম বার্ষিকী।

কিশোর ও যুবদের সহায়তাদান

দেড়শ' কোটির বেশি লোকের বয়স ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। যে কোনো সময়ের চেয়ে বৃহত্তম এই কিশোর প্রজন্ম এমন এক বিশ্বে পরিণত বয়সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যার কল্পনা তাদের বড়রা করতে পারেননি। বিশ্বায়ন, এইডস মহামারী, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ও একটি পরিবর্তনশীল জলবায়ু অপরিবর্তনীয়ভাবে বিশ্বচিত্র বদলে দিয়েছে।

দৃশ্যপটটি মিশ্র। যুবরা গণমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ধারণা, মুল্যবোধ, সঙ্গীত ও প্রতীক ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। তাই এভাবে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশ্ব *যুব সংস্কৃতি*। অনেক যুব নিজেদের সংগঠিত করছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে।

কিন্তু অর্ধেকের বেশি যুব দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে, জীবন নির্বাহ করে দিনে দুই ডলারের কমে। অনেকক্ষেত্রেই প্রযুক্তি ও তথ্যলাভের সুযোগ তাদের নেই। অনেকেই সামাজিক অসমতা, নগণ্য স্কুল, লিঙ্গাভিত্তিক বৈষম্য, বেকারত্ব ও অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সম্মুখীন। তাদের

আরো ভালো কিছুর প্রয়োজন। আর তাদের জন্য বিনিয়োগ হলো পরিবার, সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ নেতাদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ।

যুবদের জন্য ইউএনএফপিএর মানসচিত্র

ইউএনএফপিএ যুব অধিকার এগিয়ে নেয় ও রক্ষা করে। এটা এমন এক বিশ্বের স্বপ্ন দেখে যেখানে মেয়ে ও ছেলের পূর্ণ অন্ত শক্তি বিকাশ নিজেদের অবাধে প্রকাশ ও তাদের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রাহ্য হওয়ার এবং দারিদ্র্য, বৈষম্য ও সহিংসতামুক্ত জীবনযাপনের সর্বাধিক সুযোগ থাকবে। এই লক্ষ্যে ইউএনএফপিএ বিভিন্ন খাতে ও অনেক সহযোগীর সঙ্গে যে কাজ করছে তা হলো :

কিশোর ও যুবদের স্বপ্ন পুরণ, বিশে-ষণমুলকভাবে চিন্তা করা ও নিজেদের অবাধে প্রকাশ করার জন্য দক্ষতার মাধ্যমে তাদের *ক্ষমতায়ন* করা।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য, শিক্ষা, পণ্য ও *পরিসেবার* সুযোগ দেয়াসহ তাদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা।

যুবদের জীবিকা ও কর্মসংস্থান কর্মসুচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। সামাজিক বিনিয়োগের ন্যায্য হিস্যা লাভের সুবিধার্থে যুব, বিশেষ করে মেয়ে ও প্রান্ত শ্রেণীর সুস্থ ও নিরাপদভাবে বেড়ে ওঠার জন্য তাদের অধিকার সমুন্নত রাখা।

যুবদের সমাজের উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ তাদের জীবনকে প্রভাবিত করার মতো সিদ্ধান্তে তাদের নেতৃত্ব ও *অংশগ্রহণকে* উৎসাহিত করা।

ইউএনএফপিএর কল্যাণধর্মী, বহুখাতভিত্তিক ও সহযোগিতামুলক উদ্যোগ এমন এক মানসচিত্র প্রতিফলিত করে যা যুবদের জীবনকে খ খভাবে না দেখে সামগ্রিকভাবে দেখে। নীতির পর্যায়ে তহবিল কিশোর ও যুব বিষয়গুলো দারিদ্র্য মোচনের বৃহত্তর উন্নয়ন প্রেক্ষিতের মধ্যে বিন্যস্ত করে। কর্মসুচি পর্যায়ে তহবিল যুবদের জন্য অপরিহার্য সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগগুচ্ছের সমর্থক, যাতে রয়েছে শিক্ষা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং জীবিকা প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়তা। উভয় পর্যায়ে তহবিল আন্তঃপ্রজন্ম মৈত্রীবন্ধনকে উৎসাহিত করে যা বয়স্ক শিক্ষক ও সহায়কের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সঙ্গে যুবদের কর্মশক্তি, প্রেক্ষিত ও প্রেরণার সম্মিলন ঘটায়।

গুরুত্বপুর্ণ উত্তরণ

কৈশোর অনেক গুরুত্বপুর্ণ উত্তরণের একটা সময় : এসব উত্তরণ হলো শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক। শৈশব ছাড়ার পর এক অনবদ্য পরিচিতি পরিগ্রহ করা ও দায়িত্বশীল বয়স্কে পরিণত হওয়ার এক নিবিড় চাপ সৃষ্টি হয়। চ্যালেঞ্জ ও পছন্দ বিমিশ্র এসব উত্তরণে সমাজ ও পরিবারের লিঙ্গভিত্তিক প্রত্যাশা জোরালো প্রভাব বিস্তার করে। সফলভাবে এই উত্তরণকাল পাড়ি দেয়া আংশিকভাবে নির্ভর করে যুবদের প্রতি পরিবার, সম্প্রদায় ও সামাগ্রিকভাবে সমাজের সহায়তার ওপর।

সংজ্ঞা ব্যবহার

ইউএনএফপিএ বিভিন্ন যুবশ্রেণীর পরিচিতি তুলে ধরতে জাতিসংঘের যেসব সংজ্ঞা ব্যবহার করে সেগুলো হলো :

কিশোর : ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স (কৈশোর-পুর্ব ১০ থেকে ১৪; কৈশোরোত্তর ১৫ থেকে ১৯)

যুব : ১৫ থেকে ২৪ বছর

তরুণ : ১০ থেকে ২৪ বছর

জীবনধারায় বৈচিত্র্য

তরুণ শ্রেণীর সবাই উত্তরণের পর্যায়ে থাকলেও তাদের অভিজ্ঞতা কোনোভাবেই এক রকম নয়। তরুণদের নিরাপদ ও সফলভাবে পরিণত বয়স্কের স্তরে উত্তরণকালে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক মর্যাদা, স্কুলের পর্যায়, বাসস্থান, বসবাসের ব্যবস্থা, অভিবাসন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী তা হয় বিভিন্ন ধরনের। *সঙ্কটে* ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই তরুণদের হার হয় অসামঞ্জস্যপুর্ণ। তরুণদের এই বৈচিত্র্যের নিরিখে কর্মসুচি নেয়া হলে তা তাদের সুযোগ গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জ উৎরানোর মাধ্যমে অনুকুল ফল লাভে সহায়ক হতে পারে।

বেশি সময় ও সুযোগ

সাধারণভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের তরুণদের শৈশব থেকে বয়স্ক হিসেবে ভুমিকা গ্রহণের মধ্যে ব্যবধান হয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর। এক পুরুষ আগের তুলনায় আজকের তরুণদের কিশোরকাল স্কুলে কাটানোর এবং দেরিতে বিয়ে ও সন্তান নেয়ার সম্ভাবনা বেশি। এর অর্থ হলো, পুর্ণ অন্তর্শক্তি বিকাশের পর্যায়ে উপনীত হতে সহায়ক তথ্য ও দক্ষতা অর্জনের বেশি সময় এবং সুযোগ তাদের রয়েছে। তরুণদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, পাশাপাশি দীর্ঘতর সময় অবিবাহিত থাকার (এবং অনেকক্ষেত্রে যৌন সক্রিয়তা) অর্থ হলো : শিক্ষা, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষাসহ স্বাস্থ্য পরিসেবায় অব্যাহত বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী

কয়েক প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেই মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে অগ্রগতি অব্যাহত রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এ বছরের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য : নারী ও মেয়েদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার ওপর গুরুত্ব দেয়ার চেয়ে ভালো কোনো পথ নেই।

বাজেটে টানাপোড়েনের কারণে এই সঙ্কট স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য মোচনে কষ্টার্জিত অগ্রগতি মুছে ফেলার হুমকি সৃষ্টি করছে। পারিবারিক আয় কমে গেলে স্কুল থেকে মেয়েদের ঝরে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। লাভ কমে গেলে নারীর চাকরি ও আয়ের উৎস হারাবার সম্ভাবনা বেশি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্ভোগ নামলে নারীর জন্য জীবন রক্ষামূলক পরিসেবাবিহীন সন্তান প্রসবের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এমনকি সঙ্কটের আগেও প্রায় সবগুলো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সঙ্কট নারীকে গভীরতর দারিদ্র্যে ঠেলে দিয়েছে, সেখানে গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসবকালে প্রতি মিনিটে একজন মা মারা গেছেন। মেয়েদের শিক্ষায় বিনিয়োগে সুবিদিত প্রাপ্তি আসে। মেয়েরা শিক্ষিত হলে তাদের উচ্চতর মজুরি উপার্জন ও ভালো চাকরি লাভ, কম ও সুস্থ সন্তান লাভ এবং নিরাপদ সন্তান প্রসবের সুবিধা ভোগ করার সম্ভাবনা বেশি। আর নারীর স্বাস্থ্যে, বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করা হলে তা কেবল প্রতিবছর পাঁচ লাখ মায়ের জীবনরক্ষাই নয়, অধিকন্তু উৎপাদনশীলতায় প্রায় ১৫শ' কোটি ডলার বয়ে আনতে পারে। আমরা যখন আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনের পঞ্চদশ বার্ষিকী উদযাপন করছি, তখন আসুন ২০১৫ সাল নাগাদ প্রজনন স্বাস্থ্যে সর্বজনীন সুযোগ লাভের প্রচেষ্টা আমরা ত্বরান্বিত করি। এই জনসংখ্যা দিবসে আমি নারীর উপার্জন, তাদের মেয়েদের স্কুলে রাখা এবং স্বেচ্ছা পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসেবা লাভে তাদের সামর্থ্য রক্ষার জন্য সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানাই। একই সঙ্গে আসুন, আমরা নারী ও মেয়েদের অধিকার এগিয়ে নিয়ে যাই এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম সমাজের উচ্চ উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে তাদের ক্ষমতায়ন করি। আজ বা অন্য যে কোনো দিন এর চেয়ে ভালো বিনিয়োগ আর হতে পারে না।

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং সমবায় সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রস্তাব ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকার ওপর মহাসচিবের রিপোর্ট সংবলিত দ্বিবার্ষিক প্রকাশনায় বর্ণিত সামাজিক নীতির লক্ষ্যগুলো অর্জনে সমবায়ের ভূমিকা স্বীকার ও দৃঢ়ভাবে পুনর্ব্যক্ত করে।

১৯৯২ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ৪৭/৯০ সংখ্যক প্রস্তাবে সাধারণ পরিষদ ঘোষণা করে যে, 'আন্তর্জাতিক সমবায় জোট প্রতিষ্ঠার শত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসের প্রথম শনিবার আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস হবে এবং ভবিষ্যৎ বছরগুলোতে একটি আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালনের সম্ভাবনা বিবেচনার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।'

প্রতিপাদ্য : 'সমবায়ের মাধ্যমে বিশ্ব পুনরুদ্ধার চালিত করা'

এ বছরের সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্যে সঙ্কটের পরিবর্তে পুনরুদ্ধারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নেয়া নয়, বরং যে নৈতিক মূল্যবোধ আর্থিক ও খাদ্য সঙ্কটের সময় মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে সেই মূল্যবোধ এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রেও সমবায়ের যে ভূমিকা রয়েছে তা তুলে ধরা। এতে গুরুত্ব দেয়া হয় যে, সমবায় বিশ্ব অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে কার্যকরভাবে অবদান রাখতে পারে এবং যেসব সমবায়মূলক মূল্যবোধ ও নীতিমালায় সমবায় পরিচালিত হয় সেগুলোর ক্ষেত্রেও তা অনুরূপ অবদান রাখবে।

এই প্রতিপাদ্যে আর্থিক, খাদ্য ও মূল্যবোধের মতো সঙ্কটে সমবায় আন্দোলনের সাড়াদানের ক্ষেত্রেও স্বার্থসংশি-ষ্টদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। তবে এ কথা মনে রাখা অপরিহার্য যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং/বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে সুসময় ও দুঃসময়ে সমবায় তার সদস্যদের প্রয়োজন পূরণ করে। সমবায় সঙ্কট উৎরানোর হাতিয়ার নয়, বরং তা একটা স্থিতিশীল ধরনের উদ্যোগ যা সঙ্কট থেকে দূরে রাখে এবং পুনরুদ্ধার চালায়।

১২টি দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির তালিকায়

Integrated Regional Information Networks (IRIN)-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে বন্যা হয় সেটার কারণে বাংলাদেশ ১২টি উচ্চতর ক্ষতির সম্মুখীন দেশের মধ্যে একটি। বন্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সবার উপরে। বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য হিমালয়ে ক্রমাগতভাবে বরফ গলছে। এর ফলে প্রতি বছর গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের শতাধিক প্রবাহের পানি উপচে পড়ে বাংলাদেশের ৩০-৭০ শতাংশ ভূমি বন্যার পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। এই পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপকূলও হুমকির সম্মুখীন।

পাঁচ প্রকার হুমকির সম্মুখীন দেশগুলোর তালিকা নিম্নে দেয়া যাক :

Drought	Flood	Storm	Coastal 1m	Agriculture
Malawi	Bangladesh	Philippines	All low-lying Island states	Sudan
Ethiopia	China	Bangladesh	Vietnam	Senegal
Zimbabwe	India	Madagascar	Egypt	Zimbabwe
India	Cambodia	Vietnam	Tunisia	Mali
Mozambique	Mozambique	Moldova	Indonesia	Zambia
Niger	Laos	Mongolia	Mauritania	Morocco
Mauritania	Pakistan	Haiti	China	Niger
Eritrea	Sri Lanka	Samoa	Mexico	India
Sudan	Thailand	Tonga	Myanmar	Malawi
Chad	Vietnam	China	Bangladesh	Algeria
Kenya	Benin	Honduras	Senegal	Ethiopia
Iran	Rwanda	Fiji	Libya	Pakistan

Source : World Bank

U N I C   L I B R A R Y

United Nations Information Centre (UNIC) Reference Library is a source of UN information ranging from UN main organs to programmes and specialized agencies. It provides reading & cybercafe facilities, ODS searching, CD-ROM, audio-visual services, current awareness service, news clippings etc. The library remains open from 9.00am to 3 pm on all working days. The recent arrivals at the library are the following:

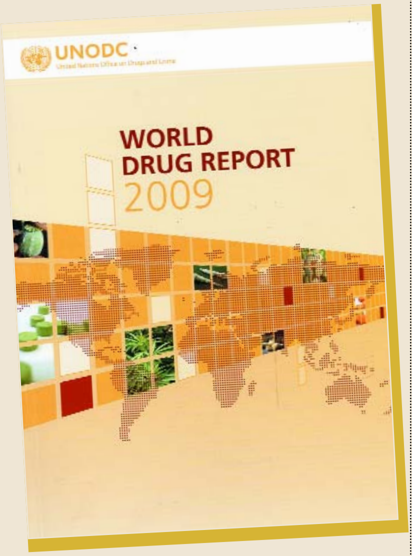

World Drug Report 2009. New York, UNODC, 2009, 306p.

Economic Report on Africa 2009: Developing African agriculture through regional value chains. Addis Ababa, UN Economic Commission for Africa, 2009, xvi, 193p.

National Accounts Statistics: Main aggregates and detailed tables, 2007. New York, UN, 2008, xxv, 898p.

Adolescent Issues as Development Agenda in Bangladesh. Dhaka, ActionAid Bangladesh, 2009, vi, 60p.

2006 International Trade Statistics Yearbook. New York, UN, 2008, xliv, 669p.

Handbook on Geospatial Infrastructure in Support of Census Activities. New York, UN, 2009, xii, 258p.

World Food Programme Annual Report 2009. Rome, WFP, 2009, 52p.

ECA and Africa : Fifty years of partnership. Addis Ababa, ECA, 2009, 164p.

The Law of the Sea: A select bibliography 2008. New York, UN, 2009, 96p.

Comprehensive Framework for Action July 2008: High-level task force on the global food security crisis. New York, UN, 2009, xii, 40p.

IAEA Bulletin : Helping Hands; Protecting Oceans, hanging questions, food security. Vienna, IAEA, 2009, 72p.

Multilateralization of the Nuclear Fuel Cycle: Assessing the existing proposals. Geneva, UNIDIR, 2009, xvi, 105p.

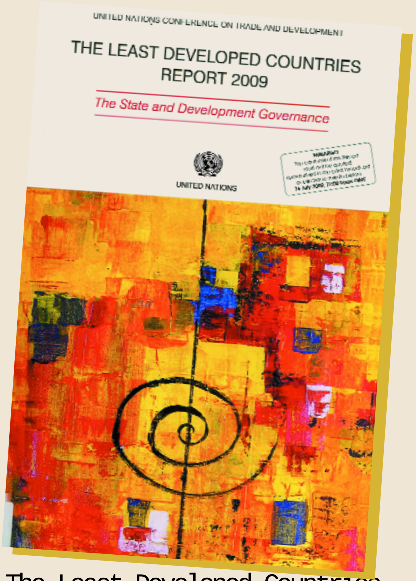

The Least Developed Countries Report 2009: The state and development governance. Geneva, UNCTAD, 2009, xv, 179p.

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org